Website: www.bb.org.bd

গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং-০৪

তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৩ / ভাদ্র ২১, ১৪২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে জিবিসিএসআরডি সার্কুলার-০৪/২০১৩ তারিখঃ আগস্ট ১১, ২০১৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে জারিকৃত পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার বাংলা সংস্করণ নিম্নে বর্ণিত হলো।

ভূমিকা

আপনারা জানেন যো, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বর্তমানে সারা বিশ্বেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট হয়ে উঠেছে। জলবায়ুর এ দ্রুত পরিবর্তন পরিবেশের ভারসাম্যের ওপর বিশেষতঃ জীব-বৈচিত্র্য, কৃষি, বন, শুষ্কভূমি, পানি সম্পদ ও জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন, গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ প্রভৃতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য সকলের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোরও দায়িত্ব নেয়া প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর অংশ হিসেবে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং কম কার্বন নিঃসরণ করে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং হচ্ছে পরিবেশ রক্ষার্থে বিশ্ব জুড়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি অংশ। বাংলাদেশের পরিবেশ দ্রুত অবনতিশীল। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদী সংকোচন, শিল্প, হাসপাতাল ও গৃহস্থালী বর্জ্যের ত্রুটিপূর্ণ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন নিধন, জলাশয় হ্রাস এবং জীব-বৈচিত্র্য হ্রাসের মাধ্যমে দিনে দিনে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিশ্বময় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা বাঞ্ছনীয়।

এ প্রেক্ষিতে, টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষাকল্পে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে। অর্থায়ন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে একটি অনন্য স্থান দখল করে আছে যারা তাদের অর্থায়ন কার্যক্রম দ্বারা উৎপাদন, ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। অধিকন্তু, বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি ব্যবহারে আরও মিতব্যয়ী হওয়া এবং বর্জ্য হ্রাস করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। পরিবেশবান্ধব আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশেরই উন্নয়ন করবে না পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেও পরিবেশের প্রতি অধিক যত্নবান হতে প্রভাবিত করবে।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার পরিগ্রহণ

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে এবং শক্তিশালী আর্থিক কাঠামো নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বিশ্বমানের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিশদ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়। দেশে একটি পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন পরিচর্চা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি নির্দেশনামূলক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা ও এর কৌশলগত কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ
পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা তিনটি ধাপে/পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

চলমান পাতা/২

১। ১ম পর্যায়ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশবান্ধব নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তাদের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই নীতিমালার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে। জুন ৩০, ২০১৪ তারিখের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

১.১। নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালন

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিশদ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন করবে। পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা, কৌশল ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও পুনর্মূল্যায়ন করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বার্ষিক বাজেটে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ইউনিট বা সেল গঠন করবে। একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই ইউনিট/সেলের দায়িত্বে থাকবেন। উক্ত ইউনিট/সেল উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিকে সময়ে সময়ে তাদের কার্যক্রম অবহিত করবে।

১.২। মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিকরণ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর অংশ হিসেবে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ERM) নীতিমালায় উল্লিখিত নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করবে। কোন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদানের সময় সামগ্রিক ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যমান ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণে পরিবেশ ঝুঁকিসমূহ সন্নিবেশকরণে ERM গাইডলাইনে বর্ণিত চেকলিস্ট, অডিট গাইডলাইন ও রিপোর্টিং ফরম্যাট অনুসরণীয় হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণে চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ যেমন ভূমির ব্যবহার, ঘূর্ণিঝড়, খরা, পশুপাখির রোগব্যাধি (যেমন-এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা), কঠিন বর্জ্য যেমন-পশুখাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ, মলমূত্র, পশুপাখির মৃতদেহ, দূষিত পানি নির্গমন, বিপজ্জনক শিল্প বর্জ্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

১.৩। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যালয় ও শাখায় পানি, কাগজ, বিদ্যুৎ, শক্তি প্রভৃতি ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরি করে বিদ্যুৎ, পানি, কাগজের অপচয় রোধ করবে এবং যন্ত্রপাতির পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণার্থে 'একটি গ্রিন অফিস গাইড' বা কিছু সাধারণ নির্দেশনা জারি করবে। অফিস ব্যবস্থাপনায় কাগজের ব্যবহার হ্রাসকল্পে মুদ্রিত নির্দেশনার পরিবর্তে অন-লাইনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যোগাযোগ/নির্দেশনা প্রদান, প্রিন্টারগুলোকে 'উভয় পৃষ্ঠা' মুদ্রণ উপযোগী হিসেবে সেট করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রিন্টারে কালির ব্যবহার হ্রাসকল্পে 'Eco-font' ব্যবহার, 'নোট প্যাড' হিসেবে বাতিল কাগজ ব্যবহার এবং ডিসপোজেবল কাপ/গ্লাসের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার, ফ্যান, লাইট ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ হয় এরূপ প্রযুক্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে প্রধান কার্যালয় ও শাখাগুলোতে সৌরশক্তি ব্যবহার করা সমীচীন। গ্যাস, জ্বালানি তেল ইত্যাদি সাশ্রয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়িক ভ্রমণ হ্রাস করতে পারে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহন ক্রয়/ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারে।

১.৪। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন প্রবর্তন

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক কার্যক্রম, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প, কঠিন ও বিপদজনক বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প, জৈব-গ্যাস, জৈব-সার ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে হবে। ভোক্তা ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

চলমান পাতা/৩

১.৫। জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠন

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরাপ্রবণ এলাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত ঝুঁকি প্রিমিয়াম আদায় না করে সাধারণ সুদ হারে অর্থায়ন করবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় অর্থায়নের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি 'জলবায়ু ঝুঁকি' তহবিল গঠন করবে। এ তহবিল জরুরি অবস্থায় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তার স্বাভাবিক ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

১.৬। পরিবেশবান্ধব বিপণন প্রবর্তন

পরিবেশের জন্য নিরাপদ পণ্যের বিপণনই হচ্ছে পরিবেশবান্ধব বিপণন। পরিবেশবান্ধব বিপণন উন্নয়নে পণ্যের উৎকর্ষ সাধন, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, প্যাকেজিং এর পরিবর্তন, বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষ সাধন এমন বিভিন্ন সমন্বিত কার্যক্রম পরিবেশবান্ধব বিপণনের অন্তর্ভুক্ত হবে। পণ্য/সেবা বিপণন পদ্ধতি হতে হবে পরিবেশবান্ধব। এ ক্ষেত্রে পণ্যটি বা এর উৎপাদন/প্যাকেজিং পরিবেশবান্ধব হতে হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিভিন্ন পণ্য/সেবা বিপণনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কাছে এর পরিবেশগত দিকগুলো তুলে ধরবে যেন পরিবেশবান্ধব বিপণন সাধারণ জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১.৭। কর্মী প্রশিক্ষণ সহায়তা, ভোক্তা সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের, পরিবেশ ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভোক্তা এবং গ্রাহকদেরও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

১.৮। গৃহীত কার্যক্রম প্রকাশ ও অবহিতকরণ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম/ব্যবস্থাদি বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফরম্যাটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করবে এবং একই সাথে স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি ত্রৈমাসের পরবর্তী ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে বিবরণী দাখিল করবে।

২। ২য় পর্যায়

ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪ তারিখের মধ্যে ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২.১। খাতভিত্তিক পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন

পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন খাত যেমনঃ কৃষি, কৃষি-ব্যবসা (পোল্ট্রি ও ডেইরী), কৃষি-খামার, চামড়া (ট্যানারী), মৎস্য, বস্ত্র ও কাগজ শিল্প, চিনি ও চিনি উপজাত শিল্প, গৃহায়ন ও নির্মাণ শিল্প, ধাতব ও প্রকৌশল শিল্প, রাসায়নিক (সার, কীটনাশক, ঔষধ) শিল্প, রাবার ও প্লাস্টিক শিল্প, হাসপাতাল/ক্লিনিক, রাসায়নিক বাণিজ্য, ইট ভাটা এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ইত্যাদির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো খাতভিত্তিক নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করবে।

২.২। পরিবেশবান্ধব কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেই লক্ষ্য অর্জনে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্জনযোগ্য লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করে বার্ষিক রিপোর্টে ও তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

চলমান পাতা/৪

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, কাগজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের অপচয় হ্রাস, গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, ই-বিবরণী, ইলেকট্রনিক বিল পরিশোধ, পরিবেশবান্ধব অফিস ভবন নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্পে ঋণ প্রদানে অনীহা, মোট প্রদেয় ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবেশবান্ধব ঋণ হিসেবে প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন অর্থনৈতিক পণ্য উদ্ভাবন করতে পারে।

২.৩। পরিবেশবান্ধব শাখা স্থাপন

পরিবেশবান্ধব শাখা হবে এমন একটি শাখা যেখানে সূর্যের আলোর পর্যাপ্ত ব্যবহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, পানির স্বল্প ব্যবহার এবং পরিশোধিত পানি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ একটি শাখা গ্রিন শাখা হিসেবে চিহ্নিত হবে। এরূপ শাখা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ লোগো ব্যবহার করতে পারবে। 'গ্রিন ব্রাঞ্চ' অনুমোদনের শর্তাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে অবহিত করবে।

২.৪। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যায়ে বিভিন্ন মালামাল ও যন্ত্রপাতির পুনর্ব্যবহার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও জ্বালানি অপচয় রোধে বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ভ্রমণ ব্যয় ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন দাপ্তরিক মিটিং সম্পন্ন করতে পারে।

২.৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন

প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণের মূল্যায়ন ও তদারকির স্বার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা অনুসরণ করবে। এছাড়াও, জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মানের একটি পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি সমাজের সবাই এর সুফল ভোগ করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক গৃহীত এ সমন্বিত নীতিমালা পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর প্রসার ঘটাতে সহায়তা করবে।

২.৬। গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ

পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালন এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে গ্রাহক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২.৭। গৃহীত কার্যক্রম প্রকাশ ও অবহিতকরণ

ব্যাংকগুলো তাদের অতীত ও বর্তমানে গৃহীত পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে একটি পৃথক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্যাবলী এবং বৃহৎ গ্রাহকদের ভূমিকাও প্রকাশ করবে।

৩। ৩য় পর্যায়

এ পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে এবং পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম এবং নতুন নতুন পরিবেশবান্ধব পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রিপোর্টিং ব্যবস্থাও এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। জুন ৩০, ২০১৫ তারিখের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

চলমান পাতা/৫

৩.১। নতুন নতুন পরিবেশবান্ধব পণ্য উদ্ভাবন

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে যা দেশের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম হবে।

৩.২। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রিপোর্টিং

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যা GRI এর মতো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হবে। কোনো স্বাধীন সংস্থা বা তৃতীয় কোনো পক্ষ কর্তৃক এ প্রকাশনা যাচাই করার সুযোগ থাকবে।

৪। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফরম্যাটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট এ দাখিল করবে। প্রতি ত্রৈমাসিকের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে এ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। **আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৩ ভিত্তিক প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর ১৫, ২০১৩ এর মধ্যে উক্ত বিভাগে দাখিল করবে।** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইটে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করবে।

৫। নীতিমালা পরিপালনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ সুবিধা প্রদান

(১) CAMELS rating এর ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথাযথ পরিপালনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে যা তাদের সার্বিক CAMELS rating এ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রিন ব্যাংকিং এর সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে শীর্ষ ১০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নতুন শাখা খোলার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রিন ব্যাংকিং এর কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত)
মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন ঃ ৯৫৩০২৯২
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৩০৩২৭
E-mail: morshed.millat@bb.org.bd